পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি

সংশোধিত নির্দেশিকা ও পরিচালন বিধি

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৩ অক্টোবর, ২০০৮

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ ।	সহায় নামে উদ্যোগের দরকার হল কেন ?	২
২ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির লক্ষ্য	২
৩ ।	সহায় উদ্যোগকে কেবলমাত্র কর্মসূচি হিসাবে উল্লেখ না করে প্রক্রিয়া বলা হচ্ছে কেন ?	৩
৪ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি সঞ্চালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতিসমূহ	৩
৫ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচনের পদ্ধতি	৫
৬ ।	গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রাসঙ্গিতা ও গুরুত্ব	৮
৭ ।	সহায়-বন্ধু নির্বাচন ও তাদের কাজ	৯
৮ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনা রচনা	১১
৯ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তায় গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা এবং সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ	১৪
১০ ।	সহায় প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়	১৫
১১ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য সম্পদের উৎস, তার সদ্ব্যবহার এবং অর্থের প্রবাহ	১৫
১২ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির তদারকি	১৭
১৩ ।	সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ভূমিকা ও দায়িত্ব	১৮
১৪ ।	সারণী-১ : [সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির নির্বাচন, গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে কোনও দুঃস্থ পরিবারের অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই, দুঃস্থতার কারণ বিশ্লেষণ, বর্তমানে পরিবারগুলি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তার বিশ্লেষণ এবং পরিবারগুলির উন্নয়নের জন্য পারিবারিক পরিকল্পনা রচনা]	২১
১৫ ।	সারণী-২ : [অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনা]	২৬
১৬ ।	সারণী-৩ : [অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনা]	৩২
১৭ ।	সারণী-৪ : সহায় পরিবারের জন্য সহায় কার্ড	৩৮

১ । সহায় নামে প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির দরকার হল কেন ?

১.১ । উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের, বিশেষত দরিদ্র ও সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের আর্থিক উন্নয়ন সহ সার্বিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা । উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে সঞ্চালন করা এবং প্রয়োজনীয় গতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণ করা হচ্ছে । দারিদ্র দূর করা এবং সামাজিক সহায়তা মূলক এই সব কর্মসূচির উদ্দেশ্যই হল গ্রামের প্রতিটি পরিবার যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ন্যূনতম অন্যান্য রসদ সংগ্রহ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা ।

১.১ । উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের, বিশেষত দরিদ্র ও সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের আর্থিক উন্নয়ন সহ সার্বিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা । উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে সঞ্চালন করা এবং প্রয়োজনীয় গতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণ করা হচ্ছে । দারিদ্র দূর করা এবং সামাজিক সহায়তা মূলক এই সব কর্মসূচির উদ্দেশ্যই হল গ্রামের প্রতিটি পরিবার যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ন্যূনতম অন্যান্য রসদ সংগ্রহ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা ।

১.২ । কিন্তু বিগত গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষাতে (২০০৫-০৬) দেখা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের **৩.৫৮ শতাংশ**[♣] পরিবারের কাছে সারা বছর একবেলা খাদ্যের সংস্থানও সুনিশ্চিত নয় । তাছাড়া **১১.৫৪ শতাংশ**[♠] পরিবারের কাছে সারা বছর দুই বেলা খাদ্যের সংস্থান সুনিশ্চিত নয় । অথচ খাদ্য নিরাপত্তামূলক এবং কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পঞ্চায়েত স্তরে রূপায়ণ করা হচ্ছে । হতে পারে, এই সব পরিবারের মানুষগুলি এতটাই দুঃস্থ ও দুর্বল যে বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির সুফল আদায় করে নেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের নেই । অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলস্রোতে এই দুঃস্থ পরিবারগুলিকে আনা সম্ভব হয়নি । তাদের নিজেদের দাবি পেশ করার ক্ষমতা বা গলার জোর নেই, ফলে তারা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন । নানান কারণে পঞ্চায়েত স্থানীয় সরকার হলেও এই পরিবারগুলি পঞ্চায়েতের সহায়তার ছাতার নীচে আসতে পারেননি । তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি উপলব্ধি করে, তাদের সুস্থ ও সক্ষমভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া এবং প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি এখনও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না ।

১.৩ । সমাজের এই সব অতি দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সমস্যার সুরাহা করতে এমন একটি প্রক্রিয়া তথা কর্মসূচির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে - যার সহায়তায় তাদের যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয় । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে নেওয়া এই নতুন উদ্যোগের নাম **সহায়** । সহায় একটি প্রক্রিয়া তথা কর্মসূচি । অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে **সহায়** প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সামগ্রিক

[♣] মোট ১,৩৩,৯০,৫৩০ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৪,৮০,২৫০ টি পরিবার

[♠] মোট ১,৩৩,৯০,৫৩০ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ১৫,৪৫,৪৭৩ টি পরিবার

রূপায়ণের দায়িত্বে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ । এই উদ্যোগের প্রকৃত রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েত ।

২ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির লক্ষ্য

২.১ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল :

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি যাতে সারা বছর খাদ্যের নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা ।

খ) একই সঙ্গে এই অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি যাতে সারা বছর যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান, পোশাক এবং তাদের পক্ষে করা সম্ভব এমন রোজগারের জন্য ব্যবস্থা করা ।

২.২ । এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে যে বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করতে হবে তা হল :

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সবচেয়ে দুঃস্থ ও বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে সততা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও সহমর্মিতার সঙ্গে চিহ্নিত করা ।

খ) এই চিহ্নিত পরিবারগুলির দুঃস্থতার কারণ বিশ্লেষণ করা, দুঃস্থতা দূর করা এবং তাদের যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বাঁচার জন্য পরিবার ভিত্তিক ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক গ্রাম সংসদ স্তরে ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সহভাগী প্রক্রিয়ায় একটি করে **দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা** (poverty sub-plan) তৈরি করা এবং তার সফল রূপায়ণ করা ।

গ) দুঃস্থ পরিবারগুলির অবস্থার কী কী উন্নতি হচ্ছে তা নিয়মিতভাবে তদারকি করা এবং সমগ্র কাজটিকে একটি কার্যকর ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা ।

৩ । সহায় উদ্যোগকে কেবলমাত্র কর্মসূচি হিসাবে উল্লেখ না করে প্রক্রিয়া বলা হচ্ছে কেন ?

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, সহায় কোনও স্বল্পকালীন প্রকল্প নয়; সরকারি বরাদ্দে লঙ্গরখানা খুলে না খেতে পাওয়া পরিবারগুলিকে কিছু দিনের জন্য রান্না-করা খাবার খাইয়ে দেওয়ার প্রকল্পও নয় (কোথাও কোথাও কারুর কারুর মনে এই রকম সঙ্কীর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে লক্ষ করা যাচ্ছে) । গতানুগতিক প্রকল্প রূপায়ণের মানসিকতা দিয়ে এই উদ্যোগকে সফল করে তোলা সম্ভব নয় । এই উদ্যোগকে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের সহভাগী উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রূপায়ণ করতে হবে । এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে হলে সকল স্তরের পঞ্চায়েতের ও বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরের সহায়তা এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন । এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে হলে সবার প্রথমে যা দরকার তা হল - তিন স্তরেরই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর দ্বারা রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিষেবাগুলির সফল রূপায়ণ করা, যাতে অতি দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি সরকার দ্বারা নির্ধারিত তাদের প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি অর্জন করতে পারে । তারপর অতি দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন হিসাবে চিহ্নিত পরিবারগুলির ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে ভাবে জীবন ধারণ করার ক্ষেত্রে যে সব ঘাটতি রয়ে যাবে, সেগুলি পূরণ করার জন্য এই কর্মসূচি বাবদ প্রাপ্তব্য অতিরিক্ত বরাদ্দকে কাজে লাগানো যাবে । আর এই সমস্ত কাজ করতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সহভাগী প্রক্রিয়ায় একটি করে **দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা**

(poverty sub-plan) রচনা ও তার সফল রূপায়ণের মাধ্যমে । যেহেতু সহভাগী উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই সহায় উদ্যোগকে অতি দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির সহায় হয়ে ওঠার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসাবে রূপায়ণ করতে হবে, অতএব এই উদ্যোগকে কেবলমাত্র কর্মসূচি হিসাবে উল্লেখ না করে বার বার প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে ।

৪ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি সঞ্চালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতিসমূহ

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি পরিবার যাতে সারা বছর ধরে প্রয়োজন মতো খাবারের সংস্থান করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে । কোনও পরিবারকেই বছরের কোনও সময়েই অভুক্ত রাখা যাবে না ।

খ) স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতকেই এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে । পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে ।

গ) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পগুলির সুফল যোগ্য ব্যক্তি ও পরিবারগুলি যাতে পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে ।

ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অনেক পরিবারই বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণে অক্ষমতার কারণে বা অন্য কারণে সারা বছর প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাড় করতে পারে না । উদাহরণ : শারীরিকভাবে অক্ষম, বয়োবৃদ্ধ বা প্রতিবন্ধীদের পক্ষে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট মাটি কাটা বা ওই ধরনের কাজ করা সম্ভব নয় । আবার অন্য দিকে অর্থের অভাবে কিছু পরিবার গণবন্টন ব্যবস্থায় প্রাপ্য বরাদ্দ আংশিকভাবে বা পুরোপুরি তুলতে পারে না । এই সব পরিবারের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েতকেই পৌঁছতে হবে এবং সারা বছরের জন্য খাদ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে ।

ঙ) প্রতিটি মানুষের সুস্থ ও সক্ষমভাবে ভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিযুক্ত খাবার পাওয়া যে তার অধিকার - এই দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্যের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ।

চ) প্রতিটি দুঃস্থ পরিবারকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য অবস্থা অনুযায়ী সহায়তা দিতে হবে এবং প্রয়োজন বুঝে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবারগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে ।

দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির কাছে সহায় হয়ে ওঠার জন্য অবশ্য পালনীয়

অ) খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে যত্ন ও সহমর্মিতার উপরেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে ।

আ) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নিজেদেরই সচেতন হয়ে এই দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির কাছে পৌঁছতে হবে । দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে না বলে তাদের অবহেলা করলে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা যাবে না বা এই কাজে সফল হওয়া যাবে না ।

ই) যেসব পরিষেবা বর্তমানে চালু আছে তার ঘাটতি পূরণের উপর এবং সমস্ত পরিষেবাগুলির সমন্বয় সাধনের উপর জোর দিতে হবে ।

ঈ) উপভোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে ।

উ) প্রতিটি পরিবারের প্রয়োজন আলাদা । তাই পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনার উপর জোর দিতে হবে ।

ঊ) গ্রামের মানুষ, স্থানীয় সংগঠন এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ।

ঋ) পরিবারগুলির অবস্থা একটি নির্দিষ্ট মান অবধি না পৌঁছনো পর্যন্ত সহায়তা প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে ।

এ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং স্বনির্ভর দলগুলিকে এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে ।
ঐ) দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি করতে হবে ।

দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার ধাপগুলি নীচের ছকের মতো হওয়া বাঞ্ছনীয় :

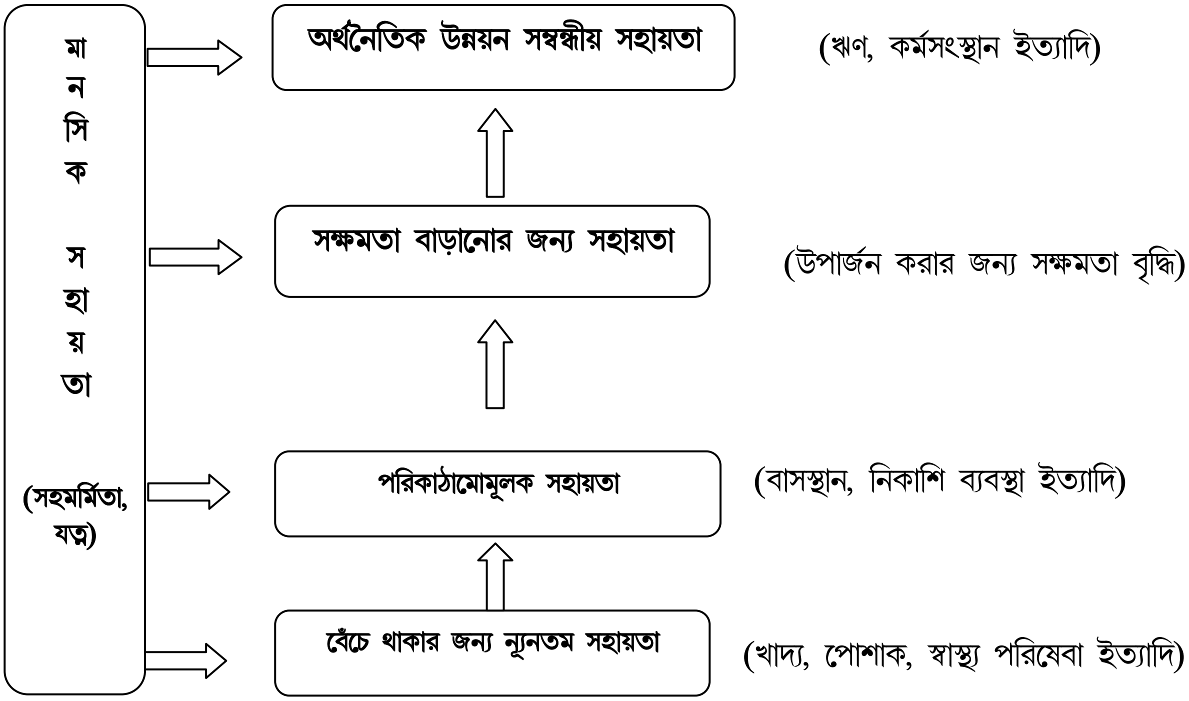

৫ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচনের পদ্ধতি

৫.১ । কারা এই সহায়তার আওতায় আসবেন

সহায় প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যই হল অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি যাতে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা । তাই সত্যিকারের অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই চিহ্নিত পরিবারগুলিকে **সহায় পরিবার** বলে উল্লেখ করা হবে । সহায় প্রক্রিয়ার সুফল সত্যিকারের দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির কাছে না পৌঁছলে এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে, তাই সহায় পরিবার নির্বাচনের সময় চরম দরিদ্র পরিবারগুলি যাতে তালিকার বাইরে না থেকে যায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে । উদাহরণ হিসাবে নীচে সম্ভাব্য সহায় পরিবারের একটি তালিকার উল্লেখ করা হল ।

অ) কর্মক্ষমতা নেই এমন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা (যাকে দেখার কেউ নেই) ।
আ) রোজগার করতে অক্ষম এমন প্রতিবন্ধী মানুষ - যাকে প্রায়ই অনাহারে থাকতে হয় ।
ই) অসুস্থতার কারণে রোজগারে অপারগ ব্যক্তি ।

ঈ) পরিবারের প্রধান কোনও বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্না বা স্বামী-পরিত্যক্তা বা সামাজিক শোষণের শিকার কোনও মহিলা - যদি ওই পরিবারে কোনও উপার্জনকারী সদস্য না থাকে ।

উ) ভিক্ষা করে বা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কোনও মতে দিন গুজরান হয় এমন ব্যক্তি বা পরিবার ।

ঊ) যদি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য কোনও শিশু হয়, সেই পরিবার ।

ঋ) অনাথ শিশু ।

এ) বিপর্যয়ের শিকার কোনও পরিবার - যাদের খাদ্যের সংস্থানের কোনও উপায় নেই ।

ঐ) পরিবারে উপার্জন করার মতো কর্মক্ষম কেউ নেই ।

ও) বসবাসের কোনও জায়গা নেই এমন ব্যক্তি বা পরিবার (অথবা ঝুপড়ি, রাস্তার ধারে, অন্যের দয়ায় থাকে) এবং খাদ্যের সুনিশ্চয়তার জন্য উপার্জনও নেই ।

এই ধরনের অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি ও/বা পরিবারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া সম্ভব নয় । দুঃস্থতার ও অনাহারে থাকার কারণ পরিস্থিতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা হতে পারে । কোন ধরনের ব্যক্তি বা পরিবারকে সহায় প্রক্রিয়ার আনা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরির জন্য উপরে সম্ভাব্য সহায় পরিবারের তালিকাটি দেওয়া হল । যাই হোক, যতটা সম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান আছে কিনা - সহায় পরিবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ।

৫.২ । কারা এই সহায়তার আওতায় আসবেন না

সহায় উপভোক্তা নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে যে, অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকেই শুধু এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেওয়া যাবে । এ ব্যাপারে কাদের সহায়তা দেওয়া যাবে না সে সম্বন্ধেও ধারণা পরিষ্কার থাকা দরকার । উদাহরণ হিসাবে নীচে একটি তালিকার উল্লেখ করা হল ।

ক) গ্রামের অন্য অনেক পরিবারের তুলনায় দরিদ্র শুধুমাত্র এই মাপকাঠিতে বিচার করে সহায়তা দেওয়া যাবে না । যে সব পরিবার নিয়মিত খাদ্যের সংস্থান করতে পারে এবং ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি (পোশাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই ইত্যাদি) মেটাতে পারে, তাদের এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেওয়া যাবে না ।

খ) পছন্দ মতো কাজ পান না তাই করেন না, তাই নিয়মিত খেতে পান না - এমন ব্যক্তি বা পরিবারকে বাদ দিতে হবে ।

গ) ভিক্ষাবৃত্তিটা অভ্যাস, কাজ দিলেও করতে চান না এমন ব্যক্তি বা পরিবার ।

৫.৩ । সহায় প্রক্রিয়ায় উপভোক্তা বা সহায় পরিবার নির্বাচনের প্রক্রিয়া

৫.৩.১ । সহায় প্রক্রিয়ায় উপভোক্তা বা সহায় পরিবার নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিকে দুইটি ধাপে করতে হবে :

ক) প্রথমে, **কেবলমাত্র গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে**, অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে ।

খ) এরপর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রত্যক্ষ তদারকিতে স্বনির্ভর দল ও গ্রামবাসীদের সহায়তায়, সহভাগী প্রক্রিয়ায়, সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে ওই প্রাথমিক তালিকাটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সহায় পরিবারের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে । যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নেই, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তদারকিতে স্বনির্ভর দল ও গ্রামের মানুষের সহায়তায় ওই প্রাথমিক তালিকাটিতে

প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। গ্রামের স্বনির্ভর দলগুলি ও গ্রামবাসীদের অজ্ঞাতে কেবলমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বা অন্য কোথাও বসে সহায় পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা যাবে না। সহায় প্রক্রিয়ায় উপভোক্তা বা সহায় পরিবার নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নীচে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হল।

৫.৩.২। **গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা :** গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার মাধ্যমে (২০০৫-০৬ সালে), গ্রামীণ পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং এঙ্গই সঙ্গে দরিদ্র পরিবারগুলির অসহায়তার প্রকৃতি ও দুঃস্থতার বিভিন্ন দিকগুলি বোঝার জন্য ১২টি সূচকের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলিকে প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ একটি সফ্‌টওয়্যার প্রস্তুত করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সমীক্ষায় যেসব পরিবার খাদ্য নিরাপত্তায় ১ নম্বর (অর্থাৎ সব থেকে কম: P4=1 অর্থাৎ সারা বছরে দিনে একবার খাওয়াও সুনিশ্চিত নয়) এবং বাকি ১১টি সূচকের মধ্যে যে কোনও ৬টিতে ১ নম্বর পেয়েছে, তাদের একটি তালিকা এই সফ্‌টওয়্যারের সাহায্যে বের করে নিতে হবে। ব্লক অফিস থেকে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির স্কোর সহ একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে দিতে হবে।

৫.৩.৩। প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তালিকাটি হাতে পাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ওই তালিকায় থেকে যাওয়া ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য তালিকাভুক্ত প্রতিটি পরিবারে গিয়ে গিয়ে খোঁজখবর করতে হবে। যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে, সেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রত্যক্ষ তদারকিতে স্বনির্ভর দলকে দিয়ে এই কাজ করাতে হবে। যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নেই, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে নির্বাচিত স্বনির্ভর দলকে দিয়ে এই কাজ করাবে। এই পুন:সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকার সংযোজনী অংশে দেওয়া **সারণী-১** এর **অংশ-১** ব্যবহার করতে হবে। এই অংশে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে পরিবারটির অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই করে এখনকার স্কোরের জন্য প্রাপ্য নম্বর বসাতে হবে। এর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও নির্বাচিত স্বনির্ভর দলগুলির প্রশিক্ষণের যে প্রয়োজন হবে, তা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে করতে হবে।

৫.৩.৪। গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় দেখানো অবস্থা ও বর্তমানে বাস্তবের প্রকৃত অবস্থা মিলে গেলে, গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত নম্বরগুলির সঙ্গে যে পরিবারগুলির প্রকৃত অবস্থা (এখনকার প্রাপ্ত নম্বর) মিলে যাবে, সেই পরিবারগুলির দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে দ্বিতীয় বার অনুসন্ধানের জন্য পরিবারগুলিতে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৩.৫। গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় পাওয়া অবস্থার সঙ্গে যদি কোনও পরিবারের প্রকৃত অবস্থা না মেলে (অর্থাৎ যদি পরিবারগুলি প্রকৃতপক্ষে ততটা দরিদ্র না হয়), তাহলে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য সংশোধনের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনতে হবে। যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নেই, সেখানে স্বনির্ভর দলগুলিই সরাসরি বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনতে পারে।

৫.৩.৬। যে কোনও পর্যায়ে পরিবার ভিত্তিক অনুসন্ধানের সময় স্বনির্ভর দলের সদস্যগণ যদি গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তালিকায় নেই অথচ সত্যিকারের দরিদ্র এমন পরিবারের সন্ধান পান - যারা গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার দরিদ্র তালিকায় আসার যোগ্য, তাহলে এই পরিবারগুলির তথ্য সম্বলিত তালিকা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে জমা দেবে। গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি থেকে পাওয়া তালিকাগুলি একত্রিত

করে, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের 3583(18)-RD/SGSY20M-6/2005 (Pt-I) স্মারকের নির্দেশিকা-৪ এ দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী তদন্ত সাপেক্ষে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য ভাণ্ডারে তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্লক অফিসে পাঠাবে । ব্লক অফিস এ ব্যাপারে আবার অনুসন্ধান করবে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে । এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, যদি সমীক্ষক দল হিসাবে স্বনির্ভর দলের প্রাথমিক মূল্যায়নে উপরে উল্লিখিত পরিবারগুলিকে অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন মনে হয়, তাহলে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য অপেক্ষা না করে এদের দ্বিতীয় পর্যায়ের দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দেশ দিতে পারে ।

৫.৩.৭ । **দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধানে কী করতে হবে ?** প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলে (**সারণী-১** এর **অংশ-১**) যে সব দরিদ্র পরিবারের প্রকৃত অবস্থা গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তালিকার অবস্থার সঙ্গে মিলে যাবে এবং তালিকার বাইরে যেসব অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার চিহ্নিত হবে (P4=1 এবং অন্য যে কোনও ৬টি সূচকে ১ নম্বর) - এই প্রত্যেকটি পরিবারের ক্ষেত্রে **সারণী-১** এর **অংশ-২** (কেন ও কোন দিক থেকে দু:স্থ) পূরণ করতে হবে । এই সারণীতে দেওয়া ১৫টি সূচকের যে কোনও একটি কোনও পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে পরিবারটিকে অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ।

৫.৩.৮ । **অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তার বিশ্লেষণ:** চিহ্নিত দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে বা আদৌ পাচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করতে **সারণী-১** এর **অংশ-৩** পূরণ করতে হবে । কেন এই পরিষেবাগুলির সুবিধা তারা পাচ্ছে না (যদি না পেয়ে থাকে) বা পরিষেবাগুলি তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে কিনা তাও নির্ধারণ করতে হবে ।

৫.৩.৯ । **সহায় পরিবারের তালিকা তৈরিতে সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা :** গ্রাম উন্নয়ন সমিতি অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তালিকা তৈরি করে গ্রাম সংসদের কোনও প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দেবে - যাতে গ্রামবাসীগণ এই তালিকা দেখে তাতে সংশোধনের প্রয়োজন থাকলে তার জন্য সুপারিশ করতে পারেন । ১৫ দিনের মধ্যে জমা পড়া সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তালিকা চূড়ান্ত করবে (সংশোধন সহ) । গ্রাম সংসদের সভা ডেকে এই তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে । তালিকা চূড়ান্ত হলে তা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পাঠাতে হবে এবং প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে । তালিকা অনুমোদিত না হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে আবার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবার উল্লেখ করা হল, যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও পর্যন্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়নি, সেই সব ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজেকেই এই কাজ করতে হবে ।

৬ । গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রাসঙ্গিতা ও গুরুত্ব

সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ কেবলমাত্র এই সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সহায় পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে একই সঙ্গে এটা মাথায় রাখা দরকার যে, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি এবং গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা সমার্থক নয় । গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া প্রাথমিক তালিকা অতি দু:স্থ

বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে একটি প্রাথমিক উপায় মাত্র - যার সাহায্যে পরিবারগুলির প্রকৃত দুঃস্থতার নিরিখে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে পাওয়া তালিকার যথার্থতা যাচাই করে সহায় পরিবারের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে। গ্রামের মানুষের প্রকৃত অবস্থা গ্রামের মানুষের চেয়ে বেশি ভালোভাবে বাইরের কেউ চেনে না। তাই স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে ও স্বনির্ভর দলের সহায়তায় গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য ভাণ্ডারের ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ সহায় ছাড়াও অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রেও, বিশেষত উপভোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, এই সংশোধিত তথ্য ভাণ্ডারের ভিত্তিতেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৭। সহায়-বন্ধু নির্বাচন ও তাদের কাজ

৭। 'সহায়-বন্ধু' কারা ? তাদের নির্বাচন কীভাবে করা হবে ?

৭.১। যিনি বা যারা সহায় পরিবারগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখবেন, সহায় পরিবারগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের যতটা সম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বাঁচার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি নির্ধারণ করতে সহায়তা দেবেন, পরিবার-ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনায় সহায়তা দেবেন এবং সেই পরিকল্পনার রূপায়ণ ও তদারকিতে সহায়তা দেবেন, তাদের 'সহায়-বন্ধু' বলা হবে। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সহায়-বন্ধু চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এদের সহায়তা কাজে লাগিয়েই দুঃস্থ পরিবার এবং পরিষেবার মধ্যকার ব্যবধান দূর করতে হবে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও সহায়-বন্ধুদের ভূমিকাটি অনেকটা সেতুর মতো হবে - যার মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষগুলির কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। সহায়-বন্ধু হিসাবে স্থানীয় স্বনির্ভর দলের কথাই ভাবতে হবে। সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সহায়-বন্ধু নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় সহায়-বন্ধু নির্বাচন করবে। কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয় :

- ক) যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর দলের সংঘ গঠিত হয়েছে এবং সেই সংঘের সক্ষমতা জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার মূল্যায়ন অনুযায়ী 'এ' শ্রেণীভুক্ত বলে পরিগণিত হয়েছে, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্বনির্ভর দলের এই সংঘকে সহায়-বন্ধু নির্বাচন করা এবং তাদের মাধ্যমে এই কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে সার্বিক সহায়তার জন্য দায়িত্ব দেবে।
- খ) গ্রাম সংসদ এলাকায় একের বেশি স্বনির্ভর দল থাকলে যে স্বনির্ভর দলে বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত সদস্য সংখ্যা বেশি, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
- গ) গ্রামের মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য, দলগত ভাবনায় বিশ্বাসী, সদস্যদের অধিকাংশই সক্রিয় এবং বাড়ির বাইরে কাজের জন্য সময় দিতে পারবেন - এমন স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর দলগুলিকেই সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচনের জন্য প্রাধান্য দিতে হবে।
- ঘ) যে সব স্থানীয় স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনার কাজগুলি করানো হবে, সেই দলগুলিকেই সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে প্রথম থেকে অংশগ্রহণের ফলে সহায়-বন্ধুদের সঙ্গে সহায় পরিবারগুলির সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে বলে অনুমান করা যায়।
- ঙ) সহায় পরিবারগুলির তথ্য সংগ্রহ ও তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনায় সহায়তা দেওয়া ছাড়া ওই পরিকল্পনার রূপায়ণ ও তদারকির দায়িত্ব সহায়-বন্ধুদের দেওয়া হয়, তাহলে তাদের সঙ্গে একটি

চুক্তি সম্পাদন করে তার ভিত্তিতে কাজ করাতে হবে । উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন মানুষ থাকেন যারা শারীরিকভাবে কাজ করা বা চলাফেরায় অক্ষম অথবা প্রতিবন্ধী এবং তাদের দেখার কেউ নেই, এদের জন্য অন্তত একবেলা খাবার তৈরি ও সরবরাহ করার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে স্বনির্ভর দলকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে ।

চ) যেখানে একই গ্রাম সংসদে বা গ্রামে বা পাশের গ্রামে স্বনির্ভর দল নেই, সেখানে স্থানীয় অসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGO), ক্লাব বা অন্তত অষ্টম মান অবধি পড়েছেন এমন তরুণীকে সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে । তবে, সব সময় চেষ্টা করতে হবে, যাতে নিরপেক্ষভাবে স্থানীয় স্বনির্ভর দলকেই সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচন করে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে তার ভিত্তিতে কাজ করানো হয় ।

ছ) কোনও গ্রাম সংসদে দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে সহায়-বন্ধুর সংখ্যা ঠিক করতে হবে । অন্য দিকে স্বনির্ভর দলটির সক্রিয় সদস্য কত জন - সেই সংখ্যাও বিবেচনা করতে হবে । সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, একটি ১০ জনের সক্রিয় স্বনির্ভর দলের সদস্যগণ সর্বোচ্চ ৫০টি দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারের সহায়-বন্ধু হিসাবে কাজ করতে পারেন । অবশ্য দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, দু:স্থতার মাত্রা - এই সব বিষয়ের উপর নির্ভর করেও গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়-বন্ধুর সংখ্যা ঠিক করতে হবে । সহায়-বন্ধু হিসাবে স্বনির্ভর দলকেই নির্বাচন করতে হবে, স্বনির্ভর দলের কোনও সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে নয় । সহায়-বন্ধু কোনও চাকরির পদ নয়; সেবার মনোভাব নিয়ে দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারের সহায় ও বন্ধু হয়ে ওঠার উপযোগী মনোবল, সদিচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে তবেই সহায়-বন্ধু হতে পারা যাবে ।

৭.২। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিতে সহায়-বন্ধুদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

ক) সহায়-বন্ধুদের প্রথম ধরনের কাজগুলি হবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তদারকিতে (যেখানে এখনও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের তদারকিতে) চিহ্নিত সহায় পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা **(সারণী-১** এর **অংশ-১)** । তার পর অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন হিসাবে চিহ্নিত পরিবারগুলির দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধানের কাজগুলি সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে করা **(সারণী-১** এর **অংশ-২)** । একই সঙ্গে সহায় পরিবারগুলি তাদের প্রাপ্য নাগরিক পরিষেবাগুলি পুরোপুরি পাচ্ছে কিনা যাচাই করা এবং এই পর্যায়েই সহায় পরিবারগুলিকে তাদের প্রাপ্য নাগরিক পরিষেবাগুলি পুরোপুরি অর্জনের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সহায়তা দেওয়া **(সারণী-১** এর **অংশ-৩)** । যেমন, পঞ্চায়েত সমিতি/ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় বিভাগীয় দপ্তরগুলির সহায়তায় এই পরিবারগুলির জন্য কোনও স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনও পরিষেবার ব্যবস্থা করলে পরিবারগুলিকে ওই পরিষেবা নিতে সাহায্য করা, গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় তাদের প্রাপ্য পরিষেবাগুলি যাতে তারা নিতে পারে তার জন্য সহায়তা দেওয়া, পরিবারের শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা, যক্ষ্মা রোগীরা বিনামূল্যে ওষুধ পাচ্ছেন কি না বা পেলে খাচ্ছেন কিনা তা দেখা ইত্যাদি ।

ক) সহায়-বন্ধুদের দ্বিতীয় ধরনের কাজগুলি হবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তদারকিতে (যেখানে এখনও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের তদারকিতে) চিহ্নিত সহায় পরিবারগুলির যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বাঁচার জন্য প্রথমে **পারিবারিক পরিকল্পনা** রচনায় সহায়তা করা; এবং তারপর সেই সব চিহ্নিত সহায় পরিবারগুলির অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনাগুলির উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে সহভাগী প্রক্রিয়ায় একটি করে **গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা** (poverty sub-plan) রচনার কাজে সহায়তা করা । সহায়-বন্ধুদের এর পরের পর্যায়ের কাজ হবে, গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলির উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামগ্রিকভাবে **গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা** (poverty sub-plan) রচনার কাজে সহায়তা করা ।

খ) সহায়-বন্ধুদের তৃতীয় ধরনের কাজগুলি হবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তদারকিতে (যেখানে এখনও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের তদারকিতে) সহভাগী প্রক্রিয়ায় **গ্রাম সংসদ স্তরের** এবং সামগ্রিকভাবে **গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা**গুলি (poverty sub-plan) রূপায়ণের কাজে সহায়তা করা । এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অঙ্গ হিসাবেই চিহ্নিত সহায় পরিবারগুলির যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে বাঁচার জন্য পারিবারিক পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে সহায়তা দিতে হবে । আগের উদাহরণটি ব্যবহার করেই বলা যায়, যদি কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও সহায় পরিবারে এমন সদস্য থাকেন যারা শারীরিকভাবে কাজ করা বা চলাফেরায় অক্ষম অথবা প্রতিবন্ধী এবং তাদের দেখার কেউ নেই, তাহলে (গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে) তাদের জন্য অন্তত একবেলা খাবার তৈরি ও সরবরাহ করার দায়িত্ব পালন করা ।

গ) সহায়-বন্ধুদের চতুর্থ ধরনের কাজ হবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় (যেখানে এখনও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায়) চিহ্নিত সহায় পরিবারগুলির **অবস্থা পরিবর্তনের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সহায় কার্ড (সারণী-৪)** হালনাগাদ করা এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে মাসে অন্তত এক বার আলোচনায় বসে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনায় সহায়তা করা ।

৭.৩ । সহায়তা পরিষেবার জন্য সহায়-বন্ধুরা কী পাবেন ?

সহায়-বন্ধুরা মানবিকতার তাগিদে এবং তাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কাজে যুক্ত হবেন - অর্থের বিনিময়ে নয় । কিন্তু এই কাজ করার জন্য যাতে তাদের নিজের থেকে খরচ করতে না হয়, তার জন্য সামান্য টাকা সহায়তা দেওয়া হবে । সহায় পরিবারগুলির দেখাশোনার জন্য সহায়-বন্ধুদের সহায় পরিবার পিছু মাসিক ৫ টাকা করে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হবে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই সহায়তা দেওয়া হবে ।

৮ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনা রচনা

৮.১ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল চিহ্নিত দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন, এক কথায় সহায় পরিবারগুলির, অবস্থার উন্নতির জন্য প্রথমে পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনা করা । এই পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনাগুলি সংকলন করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-

পরিকল্পনা তৈরি করবে, সেইগুলির উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা । পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলি নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ।

- **প্রথম পর্যায় : সারণী-১** এর **অংশ-১, অংশ-২** এবং **অংশ-৩** সংক্রান্ত কাজগুলি যথাযথভাবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে করে নেওয়া । এই কাজে নেতৃত্ব দেবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত, কিন্তু কাজগুলি পরিবারে পরিবারে ঘুরে ঘুরে করবেন সহায়-বন্ধুরা ।
- **দ্বিতীয় পর্যায় :** প্রত্যেক সহায় পরিবারের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, **সারণী-১** এর **অংশ-১, অংশ-২** এবং **অংশ-৩** এর উপর ভিত্তি করে একটি করে **খসড়া পারিবারিক পরিকল্পনা** করা **(সারণী-১, অংশ-৪)** । এই কাজে পরামর্শ ও সহায়তা দেবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত, কিন্তু প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে **পারিবারিক পরিকল্পনা রচনার** কাজগুলি করবেন সহায়-বন্ধুরা ।♦
- **তৃতীয় পর্যায় :** গ্রাম সংসদ এলাকায় অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থান সংক্রান্ত গ্রাম সংসদ ভিত্তিক তথ্য সংকলন করা **(সারণী-২, অংশ-১)** । এই কাজের মূল দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির । এই কাজে সহায়তা দেবেন সহায়-বন্ধুরা ।
- **চতুর্থ পর্যায় :** অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা **গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (poverty sub-plan)** রচনা করা **(সারণী-২, অংশ-২)** । এই কাজের মূল দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির । এই কাজে সহায়তা দেবেন সহায়-বন্ধুরা ।
- **পঞ্চম পর্যায় :** গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থান সংক্রান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক তথ্য সংকলন করা **(সারণী-৩, অংশ-১)** । গ্রাম সংসদ স্তরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক তথ্য সংকলনের এই কাজের মূল দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের । এই কাজে সহায়তা দেবেন সহায়-বন্ধুরা ।
- **ষষ্ঠ পর্যায় :** অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে **গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (poverty sub-plan) রচনা** করা **(সারণী-৩, অংশ-২)** । এই কাজের মূল দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের । এই কাজে সহায়তা দেবেন সহায়-বন্ধুরা ।

৮.২ । প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়ে কী কী কাজ কীভাবে করতে হবে এবং সেই কাজে কার কী ভূমিকা ও দায়িত্ব হবে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে । অস্পষ্ট ও ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে এই কাজ যথাযথভাবে কারুর পক্ষেই করা সম্ভব নয় । সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সকল স্তরের জনপ্রতিনিধি, কর্মচারী, আধিকারিক - সকলকেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে । ২০০৮ সালের অক্টোবর মাস থেকেই নানান মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে ।

৮.৩ । পরিকল্পনা তৈরির সময় কী কী সহায়তা দেওয়া যেতে পারে সেটা ঠিক করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সহায় পরিবারগুলির জন্য সহায়তাগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

ক) সহায় পরিবারগুলির প্রাপ্য **যে সব পরিষেবা বর্তমানে চালু আছে সেগুলির সঠিক ও সুষ্ঠু রূপায়ণ** করা অথবা প্রয়োজনে কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য সেগুলির সম্প্রসারণ - যেমন অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার

♦ *__সারণী-১__ এর **অংশ-১, অংশ-২, অংশ-৩,** এবং **অংশ-৪** - এই চারটি অংশ মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ নথি সহায়-বন্ধুর কাছে থাকবে ।*

ইউনিট বৃদ্ধি, গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্য জিনিসপত্রের সঠিক বিতরণের ক্ষেত্রে বেশি করে তদারকি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুপুর বেলাকার খাবারের মান বাড়ানোর ও অন্যান্য পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করা ।

খ) **প্রয়োজন অনুসারে নতুন সহায়তা বা পরিষেবা দেওয়া** যেমন বিশেষ ভাতা দেওয়া, খাদ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবার জন্য রেশন কার্ড না থাকলে তার ব্যবস্থা করা, যেসব মানুষ শারীরিকভাবে কাজ করায় বা চলাফেরায় অক্ষম অথবা প্রতিবন্ধী এবং যাদের দেখার কেউ নেই এদের জন্য অন্তত একবেলা খাবার তৈরি করে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা, গৃহহীন পরিবারগুলির জন্য জমির ব্যবস্থা, আবাস তৈরি করে দেওয়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা, পরনের পোশাক ও শীতকালে শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করা, শিশুদের লেখাপড়ার জন্য সহায়তা, জীবিকার ক্ষেত্রে সহায়তা ইত্যাদি । গ্রাম সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েত - উভয় স্তরেই সহায়তার বিষয় নির্বাচন এবং পরিকল্পনা রচনার কাজের সুবিধার জন্য সম্ভাব্য কার্যকরী পদক্ষেপের একটি নমুনা তালিকা উপস্থাপন করা হল ।

প্রত্যাশিত সুফল	*সম্ভাব্য কার্যকরী পদক্ষেপ*
সারা বছরের জন্য খাদ্যের সুনিশ্চয়তা	১) একেবারেই দু:স্থ ও চালচুলোহীন মানুষদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা/মিড-ডে-মিলের সাথে যুক্ত করা
	২) বি.পি.এল.-এর রেশন কার্ডের ইউনিট বাড়ানো
	৩)নতুন বি.পি.এল. রেশন কার্ড দেওয়া
	৪) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় ইউনিট বাড়ানো
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
গৃহহীনদের জন্য বাসগৃহ বা আশ্রয় বা জমির ব্যবস্থা	১) যোগ্য পরিবারগুলিকে ইন্দিরা আবাস যোজনার সুবিধা
	২) বাস্তুহীন পরিবারগুলিকে নতুন খাস জমি দেওয়া
	৩) কমিউনিটি শেল্টার বা বহুজনের বসবাসের উপযোগী আশ্রয় নির্মাণ করে দেওয়া
	৪)অন্যান্য কর্মসূচির সহায়তায় বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া বা তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
জীবিকার সংস্থান	১) এন.আর.ই.জি.এস.-এ কাজের ব্যবস্থা
	২) পুষ্টি/জ্বালানির জন্য উদ্যান পালন বা বাগান চাষের জন্য সহায়তা
	৩) কৃষি কাজের জন্য সহায়তা
	৪)মাছ চাষের জন্য সহায়তা
	৫) ছোট পারিবারিক শিল্পের জন্য সহায়তা
	৬) দুঃস্থ পরিবারগুলির সদস্যদের স্বনির্ভর দলে আনা এবং জীবিকার জন্য সহায়তা
	৭) তপশিলি জাতি/আদিবাসী সংখ্যালঘু পরিবারের ক্ষেত্রে প্রাপ্য বিশেষ সহায়তা
	৮)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
শিশুদের লেখাপড়া	১)সব স্কুলছুট শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা
	২)অতি দু:স্থ পরিবারের শিশুদের জন্য বই-খাতা-কলম, জামাকাপড় কিনে দেওয়া এবং /অথবা বিশেষ বৃত্তি দেওয়া
	৩)স্কুলছুট শিশুদের জন্য প্রধানত গণ-উদ্যোগে বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করা
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
কঠিন অসুখের মোকাবিলা বা উপশম	১)সরকারি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া
	২)জীবনদায়ী ওষুধ কিনে দেওয়া
	৩)চূড়ান্ত প্রয়োজনে পথ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ

প্রত্যাশিত সুফল	*সম্ভাব্য কার্যকরী পদক্ষেপ*
সারা বছর জামা-কাপড়ের সুনিশ্চয়তা	১)চূড়ান্ত প্রয়োজনে জামা-কাপড় কিনে দেওয়া
	২)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
বিশেষ দু:স্থতার মোকাবিলা বা উপশম	১)বার্ধক্য ভাতা, বয়স্কদের জন্য পেনশন, বিধবা ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া
	২)সরকারি কর্মসূচির সহায়তায় প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সহায়ক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া, প্রয়োজনে কিনে দেওয়া
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
ধারদেনার লাঘব (বিশেষত মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে)	১)স্বনির্ভর দলের সদস্য হতে এবং যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব, সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করে মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা
	২)জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ
অন্য কোনও প্রত্যাশিত সুফল	১) অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ বা অন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা

৮.৪ । গ্রাম সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

(ক) কোন কোন পরিবার দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন হিসাবে চিহ্নিত হল এবং কীসের ভিত্তিতে তালিকা চূড়ান্ত করা হল তার প্রক্রিয়া সহ তালিকাগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করে রাখতে হবে । এই সংক্রান্ত কোনও ধরনের অভিযোগ থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তা বিবেচনা করতে হবে, দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং তার ফলাফলও জনসমক্ষে প্রকাশ করে রাখতে হবে । এই বিষয়ে ব্লক অফিস ও পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রয়োজন অনুসারে হস্তক্ষেপ করতে হবে ।

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩-এর ৪৫ (খ) ধারা অনুসারে এবং এই সংক্রান্ত বিধি অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এই বিষয়ে অনুদান বা জনগণের অবদান নিতে পারে ।

(গ) সহায়-বন্ধু হিসাবে স্বনির্ভর দলগুলি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সুপারিশের ভিত্তিতেই গ্রাম সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েত - উভয় স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার জন্য সহায়তার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে হবে ।

(ঘ) গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (poverty sub-plan) তৈরির কাজ শেষ হলে তা গ্রাম সংসদের বিশেষ সভায় অনুমোদন করাতে হবে । তারপর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমগ্র দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (poverty sub-plan) তৈরির কাজ শেষ হলে তা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অনুমোদন করাতে হবে । পরবর্তী সময়ে গ্রাম সভায় এই সংক্রান্ত তথ্য পেশ করতে হবে । এই দারিদ্র দূরীকরণের উপ-পরিকল্পনাটিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক বাৎসরিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে ।

৯ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তায় গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা এবং সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ

অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তায়, গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির । গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এই কাজগুলি করবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে এবং প্রতিষ্ঠান

হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে । গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে এই কাজ করতে হবে সহায়-বন্ধু, অন্যান্য স্বনির্ভর দল এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহায়তা নিয়ে । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এখনও পর্যন্ত গঠিত হয়নি, সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজেদেরকে সহভাগী প্রক্রিয়ায় গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা রচনা ও সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে হবে ।

গ্রাম সংসদ স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতেরই । এক কথায় বলতে গেলে, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সামগ্রিক রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের । গ্রাম পঞ্চায়েত এই কাজ সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির (নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ-কল্যাণ উপ-সমিতি) মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় রূপায়ণ করবে । পরিকল্পনা রচনার মতো পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রেও স্বনির্ভর দল ও সহায়-বন্ধুদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতেই হবে । **সহায় কার্ড**গুলি **(সারণী-৪)** সহায়-বন্ধুদের কাছেই রাখতে হবে, যা থেকে তারা নিরন্তর তদারকি করতে পারবেন এবং কোনও সমস্যা হলে সে সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করতে পারবেন ।

১০ । সহায় প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়

১০.১ । সহায় প্রক্রিয়াটি সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই চলবে । গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.) নামে কর্মসূচির সহায়তায়, নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী ও বিকেন্দ্রীকৃত প্রক্রিয়ায় গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চলছে । এই জেলাগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েতে জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে এই দুই কর্মসূচি চালু আছে, সেখানে সহায় পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের প্রক্রিয়ায় সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে । এ সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ।

ক) যেখানে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় পরিকল্পনা জন্য নিবিড় সহায়তা দেওয়ার কাজ চলছে

বর্তমানে ১২টি জেলায় (কুচ বিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা) গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি চালু আছে । এই ১২টি জেলার মধ্যে কুচ বিহার ও নদীয়া ছাড়া বাকি ১০টি জেলায় এবং তার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর - এই ১১টি জেলায় জেলায় পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.) নামে কর্মসূচি চালু আছে । সব মিলিয়ে এই ১৩টি জেলার নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েতে - যেখানে নিবিড় সহায়তায় সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার কাজ চলছে - গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য কাজে লাগানো যাবে । পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.) নামে কর্মসূচির জন্য পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে যে সরকারি আদেশনামা পাঠানো হয়েছে, সেখানে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির জেলা সঞ্চালন শাখার সঞ্চালকদের সহায়তায় নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রের আওতায় গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য উপ-পরিকল্পনা তৈরির কাজ অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে ।

খ) <u>যেখানে সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার জন্য নিবিড় সহায়তার কাজ এখনও শুরু হয়নি</u>

এমন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য উপ-পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে ।

১১ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য সম্পদের উৎস, তার সদ্ব্যবহার এবং অর্থের প্রবাহ

১১.১ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নীচে উল্লিখিত তহবিলগুলি থেকে অর্থের বন্দোবস্ত করতে হবে :

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ;
(খ) জনসাধারণের অবদান (নগদে, জিনিসপদে ও স্বেচ্ছাশ্রম বাবদ);
(গ) রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দের একটি অংশ;
(ঘ) দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দের একটি অংশ;
(ঙ) পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.)-এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের একটি অংশ;
(চ) গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির (এস.আর.ডি.) আওতায় প্রাপ্ত নিঃশর্ত তহবিলের একটি অংশ;
(ছ) পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.)-এর আওতায় যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে তাদের একটি অংশ, এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ - যা প্রত্যেক পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ নিজ নিজ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিতে পারবে;
(জ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া বিশেষ বরাদ্দ ।

১১.২ । উপরের ১১.১ অনুচ্ছেদের (জ) অংশে উল্লিখিত বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট খরচের সর্বোচ্চ ৭০% (সত্তর শতাংশ) পর্যন্ত রাজ্য সরকার বহন করবে । তবে, একই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, এই কর্মসূচির আওতায় অতি দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকার প্রদেয় সহায়তার পরিমাণ মাথা পিছু সাত টাকার বেশি হবে না । মোট ব্যয়ের ৩০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদের অনুদান ও অন্যান্য উৎস থেকে বহন করতে হবে ।

১১.৩ । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই যে, অন্যান্য কর্মসূচিতে সাধারণত যা হয়ে থাকে, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগে থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অনুকূলে কোনও অর্থ বরাদ্দ করবে না । পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যখন এই অনুমোদিত পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু করবে, তখন তাদেরকে প্রথমে ১১.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) থেকে (ছ) পর্যন্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত ও/বা প্রাপ্তব্য অর্থ থেকে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য ন্যায্য ব্যয় মেটাতে হবে । তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত এই ব্যয়ের বিশদ তথ্য ও শংসাপত্র সহ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার (ডি.আর.ডি. সেল) কাছে ব্যয়িত অর্থ পরিশোধের (reimbursement)

জন্য আবেদন (claim) পাঠাবে । এর পর, অতি দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, মাথা পিছু সাত টাকা ব্যয়সীমার মধ্যে, জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা থেকে মোট ব্যয়িত অর্থের ৭০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে মেটানো হবে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যথাসময়ে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখাগুলির অনুকূলে ওই ব্যয় বাবদ অর্থ বরাদ্দ করা হবে ।

১১.৪ । আগের দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে ।

- প্রথমত, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আগে থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কোনও বরাদ্দ পাবে না ।
- দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রথমে নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত তহবিল থেকে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যয় করতে হবে ।
- তৃতীয়ত, যথাযথভাবে ব্যয় করার পর গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যয়িত অর্থ পরিশোধের (reimbursement) জন্য মাধ্যমে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার কাছে আবেদন (claim) পাঠাতে পারবে ।
- চতুর্থত, গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যয়িত অর্থের ৭০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত বিশেষ অনুদান হিসাবে পরিশোধ পাবে, অর্থাৎ ব্যয়ের ৩০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে যোগাড় করতে হবে ১০.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) থেকে (ছ) পর্যন্ত উৎস সমূহ থেকে ।
- পঞ্চমত, অতি দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, মাথা পিছু সাত টাকা ব্যয়সীমার মধ্যেই, জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা থেকে মোট ব্যয়িত অর্থের ৭০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে মেটানো হবে ।

১১.৫ । এই আপাত-কঠিন কাজে সাফল্যের জন্য চাই এলাকার দু:স্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির অবস্থার উন্নয়নের জন্য অবশ্যই কিছু করতে হবে - এই অদম্য মানসিকতা । কবে কখন টাকা আসবে সেজন্য অপেক্ষা না করে জরুরি ভিত্তিতে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ওই উৎসগুলিকে কাজে লাগিয়ে দুঃস্থ পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে । পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে উপযুক্ত সহায়তা ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় কেবলমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এককভাবে এই উদ্যোগকে সফল করে তোলা কঠিন হবে ।

১২ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির তদারকি

১২.১ । সহায় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির কাছে যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে জীবন যাপনের জন্য যা অত্যন্ত জরুরি তা হল - তাদের প্রাপ্য পরিষেবাগুলি তাদের কাছে দ্রুত এবং নিয়মিতভাবে পৌঁছে দেওয়া । এর জন্য প্রয়োজন - এই বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করা, এর ফলে পরিবারগুলির অবস্থার কোনও উন্নতি হচ্ছে কিনা তাও বোঝা যাবে । যেহেতু এ বিষয়ে মূল কর্ণধার হতে হবে সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দলের সদস্যদেরকে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে এবং ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে, তাই একান্তভাবে প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে - তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, তথ্য আদান-প্রদান করা, এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্পর্কের উন্নতি করা ।

১২.২ । নীচের প্রক্রিয়ায় তদারকি ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা যেতে পারে ।

(ক) প্রতিটি চিহ্নিত পরিবারকে যে **সহায় কার্ড** দেওয়া হবে, সেই সহায় কার্ডটি সংশ্লিষ্ট সহায়-বন্ধুর কাছে থাকবে । এই সহায় কার্ডটি প্রতি মাসে সহায়-বন্ধুরা পরিবারটির অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী হালনাগাদ করবেন । সহায় কার্ডটির সংরক্ষণের দায়িত্বও সহায়-বন্ধুদের ।

(খ) মাসে একবার গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও সহায়-বন্ধুদের একসঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে ।

(গ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে নিয়ম করে ওই পরিবারগুলি পরিদর্শন করে সহায় কার্ডে দেওয়া অবস্থার উন্নতির তথ্য পরিবারটির প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মিলছে কিনা বা পরিষেবাগুলি ওই পরিবারগুলিতে পৌঁছেছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে ।

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি মাসে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির সঙ্গে মিটিং করে প্রক্রিয়ার হালনাগাদ করবে ।

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত একটি মাসিক প্রতিবেদন সংকলিত করবে (এ ব্যাপারে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য করবে) । সহায় কার্ডগুলির তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্লক, মহকুমা এবং জেলা স্তরে মাসিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হবে এবং রাজ্য স্তরে তা পাঠাতে হবে ।

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ম করে পর্যায় ক্রমে তার এলাকার দুঃস্থ পরিবারগুলি পরিদর্শন করে তাদের অবস্থার উন্নতির প্রকৃত চিত্রটি দেখবে ও সেই মতো ব্যবস্থা নেবে ।

(ছ) ব্লক এবং জেলা স্তরের আধিকারিকগণও (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমা শাসক বা তাদের দ্বারা নিয়োজিত কোনও আধিকারিক) প্রতি মাসে এই প্রক্রিয়ার আওতায় থাকা কিছু কিছু পরিবার পরিদর্শন করবেন । এই পরিদর্শনের সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবারগুলির অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে ।

১৩ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ভূমিকা ও দায়িত্ব

১৩.১ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্ব মূলত গ্রাম পঞ্চায়েতের । তবে এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সফল রূপায়ণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ব্লক ও জেলা স্তরের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নীচে এই প্রক্রিয়া রূপায়ণে পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কোন স্তরের কী কী ভূমিকা হতে পারে সে সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত দেওয়া হল :

ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতি

(ক) দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির কাছে যাতে তাদের প্রাপ্য পরিষেবাগুলি যথাসময়ে ও যথাযথ পরিমাণে পৌঁছতে পারে, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া এবং বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং এই দুই স্তরের কর্মচারী ও আধিকারিকদের মধ্যে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণ কৌশল সম্বন্ধে ঐকমত্য গঠন করা ।

(গ) যথাযথভাবে সহায়-বন্ধু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পরামর্শ দেওয়া ।

(ঘ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

(ঙ) গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তালিকা কম্পিউটারের সহায়তায় বের করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে দেওয়া । তারপর, পুন:সমীক্ষার ভিত্তিতে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তালিকা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, এবং এই সব ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া ।

(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত কর্মীর সঙ্গে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণ নিয়ে মাসে মাসে তদারকি ও পর্যালোচনা করা ।

(ছ) এই কর্মসূচির তত্ত্বাবধানের জন্য ব্লক জীবিকা উন্নয়ন আধিকারিক/নারী উন্নয়ন আধিকারিক বা অন্য কোনও সম্প্রসারণ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া এবং নিয়মিতভাবে তাদের সঙ্গে বসে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ।

(জ) ব্লক স্তরের বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি স্থায়ী নারী ও শিশু উন্নয়ন, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতিতে আলোচনা করা ।

(ঝ) পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.)-এর আওতায় যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে তাদের একটি অংশ, এবং পঞ্চায়েত সমিতি তার নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য নিজ নিজ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে বরাদ্দ করা ।

মহকুমা স্তরে

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে অন্তত তিন মাসে এক বার সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

(খ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ।

(গ) প্রশিক্ষণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া ।

(ঘ) নিয়মিত ব্যবধানে তদারকি করা এবং তদারকি ব্যবস্থারও তদারকি করা ।

জেলা স্তরে

জেলা স্তরে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির তদারকি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের প্রধান দায়িত্ব জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখাকে যে সব কাজ করতে হবে, তাদের মধ্যে প্রধানগুলি হল :

(ক) প্রয়োজন অনুসারে ব্লক স্তরের আধিকারিকদের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

(খ) সহায়-বন্ধু হিসাবে যুক্ত করার জন্য উপযুক্ত স্বনির্ভর দল নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত সমিতি, স্বনির্ভর দলের সংঘ ও মহাসংঘ, গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়া এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে যথাবিহিত পদক্ষেপ নেওয়া ।

(গ) সমগ্র জেলায় সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির তদারকি ও পর্যালোচনা করা ।

(ঘ) এই কর্মসূচির তত্ত্বাবধানের জন্য এক জন উপ-প্রকল্প আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া এবং নিয়মিতভাবে তার সঙ্গে সমস্যা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ।

(ঙ) যে সব জেলায় গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি ও পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল নামে কর্মসূচির সহায়তায় নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া চলছে, সেই সব গ্রাম পঞ্চায়েতে নিবিড়ভাবে কাজের জন্য গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির জেলা কর্মসূচি সঞ্চালন শাখার সঙ্গে যৌথভাবে প্রকৌশল নির্ধারণ করা ।

(চ) জেলা স্তরের বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নারী ও শিশু উন্নয়ন, ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতিতে আলোচনা করা ।

(ছ) পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.)-এর আওতায় যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে তাদের একটি অংশ, এবং পঞ্চায়েত সমিতি তার নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ যাতে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য নিজ নিজ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ।

(জ) জেলা পরিষদ রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে, দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে এবং পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (বি.আর.জি.এফ.)-এর আওতায় যে বরাদ্দ পেয়ে থাকে তাদের একটি অংশ, এবং জেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ যাতে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে বরাদ্দ করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ।

(ঝ) বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সংযোগ রাখা ।

(ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের আবেদন ও ব্যয়ের যথার্থতার ভিত্তিতে, অতি দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মাথা পিছু সাত টাকা ব্যয়সীমার মধ্যে, ব্যয়ের ৭০ শতাংশ পরিশোধ করা ।

(ট) অনুমোদিত নীতির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগকে অর্থবরাদ্দের জন্য আবেদন পেশ করা এবং জমা-খরচের হিসাব রাখা ।

(ঠ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের বিষয়ে নিয়মিত জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে অবহিত রাখা ।

(ড) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের সামগ্রিক বিষয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগকে নিয়মিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে অগ্রগতি সম্বন্ধে অবহিত রাখা ।

সারণী-১

[সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচন, গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে কোনও দুঃস্থ পরিবারের অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই, দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণ, বর্তমানে পরিবারটি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তার বিশ্লেষণ এবং পরিবারটির উন্নয়নের জন্য পারিবারিক পরিকল্পনা]

অংশ-১

[সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচন এবং গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে কোনও দুঃস্থ পরিবারের অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই-এর উদ্দেশ্যে]

১। পরিবারের কর্তা/কর্ত্রীর নাম	
২। স্বামী / পিতার নাম	
৩। গ্রামের নাম (ঠিকানা)	
৪। পরিবারের সামাজিক শ্রেণী (তপশিলি জাতি/আদিবাসী/সংখ্যালঘু/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী)	
৫। গ্রাম সংসদের নাম	
৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	
৭। গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার পরিচয় নং	

পরিবারের সকল সদস্যের বিশদ বিবরণ

ক্রং নং	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কী করেন	প্রতিবন্ধী কিনা
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					

গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুযায়ী পরিবারটির অবস্থার স্কোর

অবস্থা	পি-১	পি-২	পি-৩	পি-৪	পি-৫	পি-৬	পি-৭	পি-৮	পি-৯	পি-১০	পি-১১	পি-১২
সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী যা আছে												
প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী যা হবে												

সারণী-১

[সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচন, গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে কোনও দুঃস্থ পরিবারের অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই, দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণ, বর্তমানে পরিবারটি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তার বিশ্লেষণ এবং পরিবারটির উন্নয়নের জন্য পারিবারিক পরিকল্পনা]

অংশ-২

[অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন হিসাবে চিহ্নিত পরিবারের দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে]

ক্রং নং	কেন ও কোন দিক থেকে দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন		হ্যাঁ / না / মন্তব্য
১.	কোনো বসবাসের জায়গা নেই (রাস্তার ধারে/রেল লাইনের ধারে / খালপাড়ে / জঙ্গলে / ঝুপড়িতে বাস করে)	:	
২.	পরিবারটির প্রধান বিধবা / বিবাহ-বিচ্ছিন্না / স্বামী-পরিত্যক্তা / সামাজিক শোষণের শিকার মহিলা কিনা	:	
৩.	পরিবারটির প্রধান উপার্জনশীল ব্যক্তি কম বয়সের বিধবা বা অবিবাহিত মহিলা কিনা	:	
৪.	পরিবারে কোনো ব্যক্তি কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত কিনা বা পরিবারের কোনো সদস্য প্রতিবন্ধী কিনা	:	
৫.	পরিবারে আয় করার মতো কর্মক্ষম কেউ নেই	:	
৬.	জীবিকার অন্য কোনো সংস্থান না করতে পারায় পরিবারটির মূল আয় ভিক্ষাবৃত্তি	:	
৭.	পরিবারটি মূল উপার্জনকারী ব্যক্তি সম্প্রতি মারা গেছেন	:	
৮.	পরিবারটির প্রধান সদস্য কোনো নেশায় আক্রান্ত, যে কারণে পরিবারের উপার্জন হলেও পরিবারটি অতি দু:স্থ	:	
৯.	পরিবারটি শাকপাতা, গেঁড়ি-গুগলি কুড়িয়ে জীবন ধারণ করে, এবং এই সব সম্পদের যোগান সারা বছর থাকে না বলে খাদ্যাভাব দেখা যায়	:	
১০.	খাবার জল / জ্বালানি আনতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়, ফলে আয় বাড়ানোর কাজে সময় কমে যায়	:	
১১.	পরিবারটি কোনও বিপর্যয়ের শিকার	:	
১২.	পরিবারটির জীবিকা মহাজন-নির্ভর, ফলে চড়া সুদে দাদন নিতে হয়	:	
১৩.	সারা বছর সমানভাবে কাজ থাকে না, ফলে যখন কাজ থাকে না তখন খাদ্যের অভাব দেখা যায়	:	
১৪.	পরিবারটি কোনও কারণে সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন	:	
১৫.	অন্য কোনও কারণে পরিবারটি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন	:	
১৬.	অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মন্তব্য:		

সারণী-১

[সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচন, গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে কোনও দুঃস্থ পরিবারের অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই, দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণ, বর্তমানে পরিবারটি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তার বিশ্লেষণ এবং পরিবারটির উন্নয়নের জন্য পারিবারিক পরিকল্পনা]

অংশ-৩ সহায় পরিবার হিসাবে চিহ্নিত পরিবারটি বর্তমানে কী কী পরিষেবা পায় এবং কী পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে		
পরিষেবার বিবরণ	*বর্তমানে কী পাচ্ছে*	*কী পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে*
১। অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনা		
(ক) পাবার যোগ্য কেউ আছেন কিনা		
(খ) থাকলে তিনি **অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনা**র সুযোগ পান কিনা		
(গ) কত কেজি চাল পান (মাসে)		
(ঘ) প্রত্যেক মাসে পান কিনা		
(ঙ) রেশন তুলতে কে যান ? তার জন্য কত খরচ হয় ?		
২। বি.পি.এল. / অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা		
(ক) পরিবারটির বি.পি.এল. কার্ড / অন্ত্যোদয় কার্ড আছে কিনা		
(খ) থাকলে কোনটি		
(গ) **অন্ত্যোদয়** অন্ন যোজনা কার্ড থাকলে কত ইউনিট পায়		
(ঘ) কত ইউনিট পাওয়া উচিত		
(ঙ) মাসে কত কেজি চাল/গম পেয়ে থাকে		
(চ) মাসে প্রাপ্য কোটার চাল/গম সপ্তাহে সপ্তাহে তুলতে পেরেছে কিনা		
(ছ) মাসে প্রাপ্য কোটার চাল/গম পুরোটা তুলতে পেরেছে কিনা, না পারলে কত শতাংশ তুলতে পেরেছে		
৩। শিক্ষা		
(ক) ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় কিনা		
(খ) পড়তে পড়তে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে কয় জন		
(গ) স্কুলে রান্না করা খাবার পায় কিনা		
৪। আই.সি.ডি.এস.		
(ক) ০-৬ বছর বয়সী শিশু আছে কিনা		
(খ) থাকলে আই.সি.ডি.এস. কেন্দ্রে যায় কিনা		
(গ) মাসে কয় দিন যায়		
(ঘ) পরিবারে গ্রেড ৩/৪ শিশু আছে কিনা		
(ঙ) রান্না করা খাবার পায় কিনা		

সারণী- ১

[সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচন, গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে কোনও দুঃস্থ পরিবারের অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই, দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণ, বর্তমানে পরিবারটি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তার বিশ্লেষণ এবং পরিবারটির উন্নয়নের জন্য পারিবারিক পরিকল্পনা]

পরিষেবার বিবরণ	*বর্তমানে কী পাচ্ছে*	*কী পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে*
৫। ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বয়স্ক পেনশন প্রকল্প (আই. জি. এন. ও. এ. পি. এস)		
(ক) কেউ পান কিনা		
(খ) কতদিন পরপর পান		
৬। জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প (এন এফ বি এস) ও অন্যান্য বিমা প্রকল্প		
(ক) পাবার যোগ্য কিনা		
(খ) যোগ্য হলে পেয়েছে কিনা		
(গ) পেলে কত দিন পর		
৭। পরিবারে কেউ প্রতিবন্ধী থাকার কারণে কোনও সহায়তা পাওয়া যায় কিনা		
(ক) পরিবারে কোনও প্রতিবন্ধী আছে কিনা		
(খ) থাকলে কী ধরনের		
(গ) প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্র পেয়েছে কিনা		
(ঘ) ব্যবহার করে কিনা		
(ঙ) ব্যবহার না করলে কারণ		
৮। পরিবারে কোনও যক্ষ্মা রোগী থাকার কারণে কোনও সহায়তা পাওয়া যায় কিনা		
(ক) বাড়ীতে যক্ষ্মা রোগী থাকলে চিকিৎসার সহায়তা পায় কি না		
(খ) ওষুধ পায় কি না		
(গ) নিয়মিত খায় কি না		
৯। অন্য কোনও পরিষেবা পাওয়া যায় কিনা		
(ক) অন্য কোনও পরিষেবা পাওয়া গেলে কী পরিষেবা		
১০। মন্তব্য : পরিবারটি কেন পরিষেবা পাচ্ছে না বা যে পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে প্রয়োজন মিটছে না কেন ? কীভাবে পরিবারটিকে কী সহায়তার ব্যবস্থা করে দিলে (যা সম্ভব), পরিবারের দু:স্থতা কমতে পারে বলে মনে হয়		

সারণী-১

[সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সহায়তার জন্য অতি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবার নির্বাচন, গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা অনুসারে কোনও দুঃস্থ পরিবারের অবস্থার সঙ্গে এখনকার প্রকৃত অবস্থার যাচাই, দু:স্থতার কারণ বিশ্লেষণ, বর্তমানে পরিবারটি কী কী পরিষেবা পাচ্ছে তার বিশ্লেষণ এবং পরিবারটির উন্নয়নের জন্য পারিবারিক পরিকল্পনা]

অংশ-৪

সহায় পরিবারের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পারিবারিক পরিকল্পনার নমুনা ছক

পরিবারটির প্রধান প্রধান সমস্যা		পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিবরণ
বিষয়	সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ		
খাদ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে		সারা বছরের জন্য খাদ্যের সুনিশ্চয়তা	
বাসগৃহের ক্ষেত্রে		বাসগৃহ বা আশ্রয় বা জমির ব্যবস্থা	
জীবিকার ক্ষেত্রে		ধারাবাহিক উপার্জনের জন্য জীবিকার সংস্থান	
শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে		শিশুদের লেখাপড়ার সুনিশ্চয়তা	
কঠিন অসুখ জনিত		কঠিন অসুখের মোকাবিলা বা উপশম	
জামাকাপড়ের ক্ষেত্রে		সারা বছর জামা-কাপড়ের সুনিশ্চয়তা	
বিশেষ দু:স্থতা জনিত		বিশেষ দু:স্থতার মোকাবিলা বা উপশম	
ধারদেনার ভার (বিশেষত মহাজনের কাছে)		ধারদেনার লাঘব	
অন্য কোনও বিশেষ বিষয়		অন্য কোনও উদ্দেশ্য	

সহায়-বন্ধুর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিবারের প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

সারণী-২

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

গ্রাম পঞ্চায়েত.. পঞ্চায়েত সমিতি...

গ্রাম সংসদের নাম ....

অংশ-১ [গ্রাম সংসদ এলাকার তথ্য সংকলন]

গ্রাম সংসদ সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ তথ্য	
১। গ্রাম সংসদ এলাকায় মোট জনসংখ্যা	
২। গ্রাম সংসদ এলাকায় মোট পরিবার সংখ্যা	
৩। গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে কিনা	
৪। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে কিনা	
৫। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সক্রিয় কিনা	
৬। গ্রাম সংসদ এলাকায় মোট অতি দরিদ্র/দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারের সংখ্যা	
৭। যদি অতি দরিদ্র/দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন অনেক পরিবার একই গ্রামে বাস করে, তাহলে গ্রামটির নাম	
গ্রাম সংসদ এলাকায় অতি দরিদ্র/দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থান	
(ক) খাদ্য ও পুষ্টি	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। কয়টি পরিবার অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার সহায়তা পায়	
২। কয়টি পরিবারে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা আছে	
৩। বি.পি.এল. কার্ড আছে কয়টি পরিবারে	
৪। চরম দু:স্থতার কারণে বছরের বেশির ভাগ সময় দিনে দুই বেলা খেতে পায় না কয়টি পরিবার	
৫। চরম দু:স্থতার কারণে বছরের বেশির ভাগ সময় দিনে এক বেলা খেতে পায় না কয়টি পরিবার	
৬। চরম দু:স্থতার কারণে পরিবারে কয়টি অপুষ্ট শিশু রয়েছে	
৭। কয়টি পরিবারকে খাদ্যের সুনিশ্চয়তার জন্য সহায়তার আওতায় আনতেই হবে (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা উল্লেখ করে)	
(খ) বাসগৃহ	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। গৃহহীন পরিবার (যদিও বাস্তু জমি আছে)	
২। গৃহহীন পরিবার (বাস্তু জমি নেই, তাই খালপাড়ে বা রাস্তার ধারে ঝুপড়িতে/অন্যের দয়ায় থাকে)	
৩। নিজের বাস্তুতে বাসস্থান আছে, কিন্তু ঘরবাড়ি একেবারেই ভাঙাচোরা, মেরামত করার ক্ষমতাও নেই এমন পরিবার	

সারণী-২

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

৪। কয়টি পরিবারকে বাসস্থানের জন্য সহায়তার আওতায় আনতেই হবে (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা উল্লেখ করে)	
(গ) জীবিকা	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। ভিক্ষা করে	
২। কায়িক শ্রম করে কিন্তু স্থায়ীভাবে করার সুযোগ বা সক্ষমতা নেই	
৩। অন্যান্য (ক)	
(খ)	
(গ)	
৪। কায়িক শ্রম করার মতো লোকই নেই এমন পরিবার	
৫। জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিলে ও সহায়তা দিলে তা কাজে লাগানোর মতো ক্ষমতা আছে এমন পরিবার (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা উল্লেখ করে)	
(ঘ) শিশুদের লেখাপড়া	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। ০-৬ বছরের শিশু আছে কয়টি পরিবারে	
২। স্কুলে যাওয়া শিশু রয়েছে কয়টি পরিবারে	
৩। স্কুলছুট শিশু (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) আছে কয়টি পরিবারে	
৪। অষ্টম শ্রেণী/তার উপরে লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে আছে কয়টি পরিবারে	
৫। কয়টি পরিবারকে শিশুদের লেখাপড়ার জন্য সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট শিশুর সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
(ঙ) কঠিন অসুখ	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। যক্ষ্মা রোগী কয়টি পরিবারে আছে	
২। মৃগী রোগী কয়টি পরিবারে আছে	
৩। দীর্ঘস্থায়ী অসুখে ভুগছে এমন রোগী কয়টি পরিবারে আছে ক) খ) গ)	
৪। কয় জন যক্ষ্মা রোগী ওষুধ পায়	
৫। কয়টি পরিবারকে কঠিন অসুখের চিকিৎসার জন্য সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট রোগীর সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	

সারণী-২

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

(চ) জামাকাপড়	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। শীতের পর্যাপ্ত জামাকাপড় / কম্বল নেই কয়টি পরিবারে	
২। এই ধরনের কয়টি পরিবার রয়েছে যেখানে ৬ বছরের কম বয়সী শিশু আছে	
৩। কয়টি পরিবারকে জামাকাপড়ের জন্য সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
(ছ) বিশেষ দু:স্থতা	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। মহিলা প্রধান পরিবার এবং কোনও উপার্জন নেই	
২। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি পরিবারের প্রধান এবং কোনও উপার্জন নেই	
৩। সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন পরিবার এবং কোনও উপার্জন নেই	
৪। এক জনের পরিবার এবং কোনও উপার্জন নেই	
৫। পরিবারে প্রতিবন্ধী আছে এবং কোনও উপার্জন নেই	
৬। পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশু আছে এবং কোনও উপার্জন নেই	
৭। কয়টি পরিবারকে বিশেষ দু:স্থতার জন্য সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (এই সব পরিবারে সহায়তার যোগ্য মোট লোক সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
(জ) ধারদেনার ভার	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। ৫০০ টাকার বেশি মহাজনের কাছে ধারদেনার ভার কয়টি পরিবারে	
২। দোকানে ধারদেনার ভার কয়টি পরিবারে	
৩। অন্যান্য সূত্রে ধারদেনার ভার কয়টি পরিবারে	
৩। ধারদেনার ভারে জর্জরিত কয়টি পরিবারকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
গ্রাম সংসদ এলাকায় অতি দরিদ্র/দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থান সংক্রান্ত আরও বিশেষ কোনও তথ্য ও/বা মন্তব্য:	

সারণী-২

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

অংশ-২ অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার নমুনা ছক						
প্রত্যাশিত সুফল	কার্যকরী পদক্ষেপ	উপভোক্তার সংখ্যা	সময়সীমা	খরচের পরিমাণ (টাকায়)	সম্পদের উৎস (টাকায়)	মন্তব্য (রূপায়ণে অন্য কার সহায়তা লাগবে)
সারা বছরের জন্য খাদ্যের সুনিশ্চয়তা	১) একেবারেই দু:স্থ ও চালচুলোহীন মানুষদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা/ মিড-ডে-মিলের সাথে যুক্ত করা					
	২) বি.পি.এল.-এর রেশন কার্ডের ইউনিট বাড়ানো					
	৩)নতুন বি.পি.এল. রেশন কার্ড দেওয়া					
	৪) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় ইউনিট বাড়ানো					
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
গৃহহীনদের জন্য বাসগৃহ বা আশ্রয় বা জমির ব্যবস্থা	১) যোগ্য পরিবারগুলিকে ইন্দিরা আবাস যোজনার সুবিধা					
	২) বাস্তুহীন পরিবারগুলিকে নতুন খাস জমি দেওয়া					
	৩) কমিউনিটি শেল্টার বা বহুজনের বসবাসের উপযোগী আশ্রয় নির্মাণ করে দেওয়া					
	৪)অন্যান্য কর্মসূচির সহায়তায় বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া বা তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া					
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
জীবিকার সংস্থান	১) এন.আর.ই.জি.এস.-এ কাজের ব্যবস্থা					
	২) পুষ্টি/জ্বালানির জন্য উদ্যান পালন বা বাগান চাষের জন্য সহায়তা					
	৩) কৃষি কাজের জন্য সহায়তা					
	৪)মাছ চাষের জন্য সহায়তা					

সারণী-২

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

প্রত্যাশিত সুফল	কার্যকরী পদক্ষেপ	উপভোক্তার সংখ্যা	সময়সীমা	খরচের পরিমাণ (টাকায়)	সম্পদের উৎস (টাকায়)	মন্তব্য (রূপায়ণে অন্য কার সহায়তা লাগবে)
	৫) ছোট পারিবারিক শিল্পের জন্য সহায়তা					
	৬) দুঃস্থ পরিবারগুলির সদস্যদের স্বনির্ভর দলে আনা এবং জীবিকার জন্য সহায়তা					
	৭) তপশিলি জাতি/আদিবাসী সংখ্যালঘু পরিবারের ক্ষেত্রে প্রাপ্য বিশেষ সহায়তা					
	৮)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
শিশুদের লেখাপড়া	১)সব স্কুলছুট শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা					
	২)অতি দু:স্থ পরিবারের শিশুদের জন্য বই-খাতা-কলম					
	জামাকাপড় কিনে দেওয়া এবং /অথবা বিশেষ বৃত্তি দেওয়া					
	৩)স্কুলছুট শিশুদের জন্য প্রধানত গণ-উদ্যোগে বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করা					
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
কঠিন অসুখের মোকাবিলা বা উপশম	১)সরকারি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া					
	২)জীবনদায়ী ওষুধ কিনে দেওয়া					
	৩)চূড়ান্ত প্রয়োজনে পথ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া					
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
সারা বছর জামা-কাপড়ের সুনিশ্চয়তা	১)চূড়ান্ত প্রয়োজনে জামা-কাপড় কিনে দেওয়া					
	২)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					

সারণী-২

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দ্বারা গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

প্রত্যাশিত সুফল	কার্যকরী পদক্ষেপ	উপভোক্তার সংখ্যা	সময়সীমা	খরচের পরিমাণ (টাকায়)	সম্পদের উৎস (টাকায়)	মন্তব্য (রূপায়ণে অন্য কার সহায়তা লাগবে)
বিশেষ দু:স্থতার মোকাবিলা বা উপশম	১)বার্ধক্য ভাতা, বয়স্কদের জন্য পেনশন, বিধবা ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া					
	২)সরকারি কর্মসূচির সহায়তায় প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সহায়ক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া, প্রয়োজনে কিনে দেওয়া					
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
ধারদেনার লাঘব (বিশেষত মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে)	১)স্বনির্ভর দলের সদস্য হতে এবং যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব, সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করে মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা					
	২)জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা					
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
অন্য কোনও প্রত্যাশিত সুফল	১) অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে) বা অন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা					

সারণী-৩

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম .... পঞ্চায়েত সমিতি..

অংশ-১ [গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তথ্য সংকলন]

গ্রাম পঞ্চায়েত সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ তথ্য	
১। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট জনসংখ্যা	
২। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট পরিবার সংখ্যা	
৩। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট গ্রাম সংসদের সংখ্যা	
৪। মোট কয়টি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে	
৫। মোট কয়টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে	
৬। মোট কয়টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সক্রিয়	
৭। যদি অতি দরিদ্র/দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন অনেক পরিবার একই গ্রাম সংসদে বাস করে, তাহলে গ্রামটির নাম	
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অতি দরিদ্র/দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থান	
(ক) খাদ্য ও পুষ্টি	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। কয়টি পরিবার অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার সহায়তা পায়	
২। কয়টি পরিবারে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা আছে	
৩। বি.পি.এল. কার্ড আছে কয়টি পরিবারে	
৪। চরম দু:স্থতার কারণে বছরের বেশির ভাগ সময় দিনে দুই বেলা খেতে পায় না কয়টি পরিবার	
৫। চরম দু:স্থতার কারণে বছরের বেশির ভাগ সময় দিনে এক বেলা খেতে পায় না কয়টি পরিবার	
৬। চরম দু:স্থতার কারণে পরিবারে কয়টি অপুষ্ট শিশু রয়েছে	
৭। কয়টি পরিবারকে খাদ্যের সুনিশ্চয়তার জন্য সহায়তার আওতায় আনতেই হবে (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা উল্লেখ করে)	
(খ) বাসগৃহ	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। গৃহহীন পরিবার (যদিও বাস্তু জমি আছে)	
২। গৃহহীন পরিবার (বাস্তু জমি নেই, তাই খালপাড়ে বা রাস্তার ধারে ঝুপড়িতে/অন্যের দয়ায় থাকে)	
৩। নিজের বাস্তুতে বাসস্থান আছে, কিন্তু ঘরবাড়ি একেবারেই ভাঙাচোরা, মেরামত করার ক্ষমতাও নেই এমন পরিবার	
৪। কয়টি পরিবারকে বাসস্থানের জন্য সহায়তার আওতায় আনতেই হবে (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা উল্লেখ করে)	

সারণী-৩

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

(গ) জীবিকা	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। ভিক্ষা করে	
২। কায়িক শ্রম করে কিন্তু স্থায়ীভাবে করার সুযোগ বা সক্ষমতা নেই	
৩। অন্যান্য (ক)	
(খ)	
(গ)	
৪। কায়িক শ্রম করার মতো লোকই নেই এমন পরিবার	
৫। জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিলে ও সহায়তা দিলে তা কাজে লাগানোর মতো ক্ষমতা আছে এমন পরিবার (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা উল্লেখ করে)	
(ঘ) শিশুদের লেখাপড়া	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। ০-৬ বছরের শিশু আছে কয়টি পরিবারে	
২। স্কুলে যাওয়া শিশু রয়েছে কয়টি পরিবারে	
৩। স্কুলছুট শিশু (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) আছে কয়টি পরিবারে	
৪। অষ্টম শ্রেণী/তার উপরে লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে আছে কয়টি পরিবারে	
৫। কয়টি পরিবারকে শিশুদের লেখাপড়ার জন্য সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট শিশুর সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
(ঙ) কঠিন অসুখ	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। যক্ষ্মা রোগী কয়টি পরিবারে আছে	
২। মৃগী রোগী কয়টি পরিবারে আছে	
৩। দীর্ঘস্থায়ী অসুখে ভুগছে এমন রোগী কয়টি পরিবারে আছে ক) খ)	
৪। কয় জন যক্ষ্মা রোগী ওষুধ পায়	
৫। কয়টি পরিবারকে কঠিন অসুখের চিকিৎসার জন্য সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট রোগীর সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
(চ) জামাকাপড়	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। শীতের পর্যাপ্ত জামাকাপড় / কম্বল নেই কয়টি পরিবারে	
২। এই ধরনের কয়টি পরিবার রয়েছে যেখানে ৬ বছরের কম বয়সী শিশু আছে	

সারণী-৩

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

২। কয়টি পরিবারকে জামাকাপড়ের জন্য সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
(ছ) বিশেষ দু:স্থতা	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। মহিলা প্রধান পরিবার এবং কোনও উপার্জন নেই	
২। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি পরিবারের প্রধান এবং কোনও উপার্জন নেই	
৩। সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন পরিবার এবং কোনও উপার্জন নেই	
৪। এক জনের পরিবার এবং কোনও উপার্জন নেই	
৫। পরিবারে প্রতিবন্ধী আছে এবং কোনও উপার্জন নেই	
৬। পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশু আছে এবং কোনও উপার্জন নেই	
(জ) ধারদেনার ভার	
বিবরণ	*পরিবারের সংখ্যা*
১। ৫০০ টাকার বেশি মহাজনের কাছে ধারদেনার ভার কয়টি পরিবারে	
২। দোকানে ধারদেনার ভার কয়টি পরিবারে	
৩। অন্যান্য সূত্রে ধারদেনার ভার কয়টি পরিবারে	
৩। ধারদেনার ভারে জর্জরিত কয়টি পরিবারকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন (সহায়তার যোগ্য এই সব পরিবারে মোট লোক সংখ্যা এবং সাধারণভাবে সহায়তার ধরন উল্লেখ করে)	
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অতি দরিদ্র/দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থান সংক্রান্ত আরও বিশেষ কোনও তথ্য ও/বা মন্তব্য:	

সারণী-৩

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

অংশ-২

অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার নমুনা ছক

প্রত্যাশিত সুফল	কার্যকরী পদক্ষেপ	উপভোক্তার সংখ্যা	সময়সীমা	খরচের পরিমাণ (টাকায়)	সম্পদের উৎস (টাকায়)	মন্তব্য (রূপায়ণে অন্য কার সহায়তা লাগবে)
সারা বছরের জন্য খাদ্যের সুনিশ্চয়তা	১) একেবারেই দু:স্থ ও চালচুলোহীন মানুষদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা/ মিড-ডে-মিলের সাথে যুক্ত করা					
	২) বি.পি.এল.-এর রেশন কার্ডের ইউনিট বাড়ানো					
	৩)নতুন বি.পি.এল. রেশন কার্ড দেওয়া					
	৪) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় ইউনিট বাড়ানো					
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
গৃহহীনদের জন্য বাসগৃহ বা আশ্রয় বা জমির ব্যবস্থা	১) যোগ্য পরিবারগুলিকে ইন্দিরা আবাস যোজনার সুবিধা					
	২) বাস্তুহীন পরিবারগুলিকে নতুন খাস জমি দেওয়া					
	৩) কমিউনিটি শেল্টার বা বহুজনের বসবাসের উপযোগী আশ্রয় নির্মাণ করে দেওয়া					
	৪)অন্যান্য কর্মসূচির সহায়তায় বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া বা তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া					
	৫)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
জীবিকার সংস্থান	১) এন.আর.ই.জি.এস.-এ কাজের ব্যবস্থা					
	২) পুষ্টি/জ্বালানির জন্য উদ্যান পালন বা বাগান চাষের জন্য সহায়তা					
	৩) কৃষি কাজের জন্য সহায়তা					
	৪)মাছ চাষের জন্য সহায়তা					

সারণী-৩

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

প্রত্যাশিত সুফল	কার্যকরী পদক্ষেপ	উপভোক্তার সংখ্যা	সময়সীমা	খরচের পরিমাণ (টাকায়)	সম্পদের উৎস (টাকায়)	মন্তব্য (রূপায়ণে অন্য কার সহায়তা লাগবে)
	৫) ছোট পারিবারিক শিল্পের জন্য সহায়তা					
	৬) দুঃস্থ পরিবারগুলির সদস্যদের স্বনির্ভর দলে আনা এবং জীবিকার জন্য সহায়তা					
	৭) তপশিলি জাতি/আদিবাসী সংখ্যালঘু পরিবারের ক্ষেত্রে প্রাপ্য বিশেষ সহায়তা					
	৮)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
শিশুদের লেখাপড়া	১)সব স্কুলছুট শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা					
	২)অতি দু:স্থ পরিবারের শিশুদের জন্য বই-খাতা-কলম					
	জামাকাপড় কিনে দেওয়া এবং /অথবা বিশেষ বৃত্তি দেওয়া					
	৩)স্কুলছুট শিশুদের জন্য প্রধানত গণ-উদ্যোগে বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করা					
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
কঠিন অসুখের মোকাবিলা বা উপশম	১)সরকারি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া					
	২)জীবনদায়ী ওষুধ কিনে দেওয়া					
	৩)চূড়ান্ত প্রয়োজনে পথ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া					
	৪)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
সারা বছর জামা-কাপড়ের সুনিশ্চয়তা	১)চূড়ান্ত প্রয়োজনে জামা-কাপড় কিনে দেওয়া					
	২)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					

সারণী-৩

[অতি দু:স্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির তথ্য সংকলন এবং তাদেরকে বিশেষ সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) রচনার জন্য]

প্রত্যাশিত সুফল	কার্যকরী পদক্ষেপ	উপভোক্তার সংখ্যা	সময়সীমা	খরচের পরিমাণ (টাকায়)	সম্পদের উৎস (টাকায়)	মন্তব্য (রূপায়ণে অন্য কার সহায়তা লাগবে)
বিশেষ দু:স্থতার মোকাবিলা বা উপশম	১)বার্ধক্য ভাতা, বয়স্কদের জন্য পেনশন, বিধবা ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া					
	২)সরকারি কর্মসূচির সহায়তায় প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সহায়ক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া, প্রয়োজনে কিনে দেওয়া					
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
ধারদেনার লাঘব (বিশেষত মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে)	১)স্বনির্ভর দলের সদস্য হতে এবং যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব, সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করে মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা					
	২)জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা					
	৩)অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে)					
অন্য কোনও প্রত্যাশিত সুফল	১) অন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ (ধরন উল্লেখ করে) বা অন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা					

সারণী-৪

সহায় পরিবারের জন্য সহায় কার্ড

গ্রাম সংসদ:	গ্রাম পঞ্চায়েত:
গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার পরিচয় নং	
গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর	
পরিবারের কর্তা / কর্ত্রীর নাম:	
ঠিকানা:	
সহায়তা পাবার আগে পরিবারটির মূল সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:	
(ক) খাদ্য ও পুষ্টি	
(খ) বাসগৃহ	
(গ) জীবিকা	
(ঘ) শিশুদের লেখাপড়া	
(ঙ) কঠিন অসুখ	
(চ) জামাকাপড়	
(ছ) বিশেষ দুঃস্থতা	
(জ) ধারদেনার ভার	
(ঝ) বিশেষ কোনও সমস্যা বা কোনও বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে)	

সহায় পরিবারের অবস্থা পরিবর্তনের অগ্রগতি পর্যালোচনা							
লক্ষ্য	সমস্যা	সমাধানের পরিকল্পনা	অগ্রগতি (কী কী সুবিধা দেওয়া গেছে)				
			১ম মাস	৪র্থ মাস	৭ম মাস	১০ম মাস	১৩শ মাস
১) সারা বছরের জন্য খাদ্যের সুনিশ্চয়তা							
২) বাসগৃহ বা আশ্রয় বা জমির ব্যবস্থা							
৩) জীবিকার সংস্থান							
৪) শিশুদের লেখাপড়া							
৫) কঠিন অসুখের মোকাবিলা বা উপশম							
৬) সারা বছর জামা-কাপড়ের সুনিশ্চয়তা							
৭) বিশেষ দু:স্থতার মোকাবিলা বা উপশম							
৮) ধারদেনার লাঘব (বিশেষত মহাজনের কাছে ধারদেনার বাঁধন থেকে)							
৯) অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক বিষয়							

তদারক-কারী সহায়-বন্ধুর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ :

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ :

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ :